সুফল
নিউজলেটার
সংখ্যা ৪, মার্চ ২০২৪

টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প

অবক্ষয়িত বন পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সুফল প্রকল্প

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ একটি ভূ-খন্ড। এদেশে পাহাড়ি বন, সমতল ভূমি শালবন ও উপকূলীয় বনসহ বিভিন্ন ধরণের বন রয়েছে। বিগত দশকে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। এ সাফল্যে বন ও প্রতিবেশ পরিষেবার ভূমিকা অপরিসীম। সমৃদ্ধ বন মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব প্রশমনসহ টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে। তাই বন নির্ভর স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে বন ও বনের প্রতিবেশ সুরক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী। এজন্য সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং প্রকল্প এলাকায় বন নির্ভর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয়বর্ধক কাজের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ সহায়তা ও সরকারি অনুদানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তর ২০১৮ সাল থেকে টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের কার্যক্রম দেশের ৩ ধরণের প্রতিবেশ যেমন-পাহাড়ি বন, সমতল ভূমি শালবন ও উপকূলীয় বনাঞ্চলে চলমান রয়েছে। সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অবক্ষয়িত ও বৃক্ষশূণ্য বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, কার্বন আবদ্ধকরণ, জলবায়ূ পরিবর্তন সহনশীলতা বৃদ্ধি এবং বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রমের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করাই এ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। বনের সমৃদ্ধি এবং অবক্ষয়িত বন পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এ প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় বন নির্ভর জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ১০৩,৯৬০ হেক্টর বনায়ন ও বন পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করা হয়। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে পাহাড়ি বন ও সমতল ভূমির শালবন এলাকায় ৬১,১০৫ হেক্টর বনায়ন ও বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া উপকূলীয় এলাকায় ৪২,৮৫৫ হেক্টর বনায়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের লক্ষ্যে রক্ষিত এলাকায় বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়নে ২,৫০০ হেক্টর ও করিডোর উন্নয়নে ১,১৪০ হেক্টর বনায়ন করা হয়েছে। বন পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বনায়নের পূর্বে সাইট স্পেসিফিক প্লানিং বা এসএসপির মাধ্যমে বনায়নের ধরণ ও প্রজাতি নির্বাচন করে বাগান সৃজন করা হয়েছে। এ কাজে বনায়নের পূর্বে নার্সারিতে স্থানীয় বিভিন্ন প্রজাতির মানসম্পন্ন চারা উত্তোলন করা হয়। এসব চারা দিয়ে ৩ ধরণের প্রতিবেশ সম্বলিত পাহাড়ি বন, সমতল ভূমির শালবন ও উপকূলীয় এলাকায় এনরিচমেন্ট, এসিস্টেড ন্যাচারাল রিজেনারেশন, স্ট্যান্ড ইমপ্রুভমেন্ট, দ্রুত বর্ধনশীল মিশ্র প্রজাতির বাগান, ধীর বর্ধনশীল মিশ্র প্রজাতির বাগান এবং বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির বনায়নসহ ৩২ ধরণের বনায়ন করা হয়েছে। পাহাড়ি অঞ্চলে গর্জন, ঢাকিজাম, উড়িআম, চাপালিশ, চম্পাফুল, সিভিট, গামার, চিকরাশি, বৈলাম, কড়ই, ধারমারা, তুন, তেলশুর এবং শালবনে সোনালু, জারুল, শাল, পিতরাজ, হলদু, কুমভি, আমলকি, হরিতকী, বহেরা, বাজনাসহ ৫০-৬০ প্রজাতির উদ্ভিদের চারা রোপণ করা হয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় কেওড়া, গেওয়া, বাইন, সুন্দরী, পশুর, কাকড়া, খলসি, গোলপাতা প্রভৃতি প্রজাতির চারা রোপণ করা হয়েছে। সুফল প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের বনভূমিতে বাঁশপাতা, বৈলাম, গুটগুটিয়া, তমাল, রক্তচন্দন, নাগেশ্বর, গান্ধি গজারি, চালমুগরাসহ বিভিন্ন দূর্লভ ও বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ রোপণ করা হয়েছে। এসব বনে রোপিত বৃক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদের পাশাপাশি বাঁশ, বেত ও ঔষধি উদ্ভিদের চারা রোপণ করা হয়েছে। স্থানীয় বন নির্ভর জনগোষ্ঠী নার্সারিতে চারা উত্তোলন, বনায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজে সম্পৃক্ত হয়ে বন পুনঃপ্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখাসহ নিজেরা আর্থিকভাবে উপকৃত হচ্ছে। স্থানীয় দেশীয় প্রজাতির চারা দিয়ে বনায়নের কারণে অতিদ্রুতই অবক্ষয়িত বনাঞ্চলের আদি প্রতিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ঘন বন তৈরি হয়েছে এবং বন্যপ্রাণীর বিচরণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবেই সুফল প্রকল্প দেশের অবক্ষয়িত বন পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি, কার্বন আঁধার সৃষ্টি, প্রতিবেশ পরিষেবার উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে।

বন বহির্ভূত বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ দেখা যায়। এসব বৃক্ষসম্পদ স্থানীয় পর্যায়ে চাহিদা পূরণসহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। প্রতিবছর সরকারি-বেসরকারি ও ব্যক্তি পর্যায়ে বনাঞ্চলের বাহিরে

প্রচুর সংখ্যক বৃক্ষরোপণ করা হয়। বন অধিদপ্তর বিভিন্ন সময় বন বহির্ভূত বৃক্ষাচ্ছাদন সৃষ্টিতে প্রশংসনীয় অবদান রেখেছে। সারাদেশে বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ ২২.৩৭ শতাংশ। বন অধিদপ্তরের টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের আওতায় আরো বৃহৎ পরিসরে বন বহির্ভূত এলাকায় বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বন বহির্ভূত এলাকায় বৃক্ষাচ্ছাদনের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে স্থানীয় পর্যায়ে আধুনিক পদ্ধতিতে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, নার্সারিতে চারা উত্তোলন, টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ব্যবহার, বনায়ন, রোগবালাই দমন ইত্যাদি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ২০০০ জন বেসরকারী নার্সারি মালিককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সুফল প্রকল্পে বন বহির্ভূত এলাকায় ৬৩.৩০ লক্ষ চারা উত্তোলন ও রোপণের সংস্থান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৬২ লক্ষ ৮০ হাজার চারা উত্তোলন ও বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৪,৮২৬ কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান সৃজন করা হয়েছে। এ বনায়ন কার্যক্রমে ২৪,১৩০ জনকে উপকারভোগী হিসেবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, বনাঞ্চল সংরক্ষণ, বৃক্ষসম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি, কাঠ ও জ্বালানি কাঠের সরবরাহ এবং স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সুফল প্রকল্পের বন বহির্ভূত এলাকায় বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধির এ কার্যক্রম প্রশংসার দাবীদার।

সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বন নির্ভর ৪১,০০০ পরিবারকে বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তরের টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের আওতায় বন নির্ভর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে সরকার ও বন নির্ভর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বন সংরক্ষণের দায়িত্ব-কর্তব্য ও বন থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বন্টনের সংস্থান রয়েছে। সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনায় সুবিধাভোগী নির্বাচনে বনের সীমানার ১-৩ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত গ্রামে বসবাসকারী বন নির্ভর জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এ ধরণের গ্রামকে বন সংরক্ষণ গ্রাম বা এফসিভি এবং রক্ষিত এলাকার গ্রামকে গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম বা ভিসিএফ বলা হয়। প্রতিটি এফসিভি বা ভিসিএফ-এ সাধারণত ২০০-৫০০ পরিবার থাকে। এসব পরিবার থেকে কমিউনিটি দরিদ্র শনাক্তকরণ বা সিআইপি পদ্ধতিতে জনগণের অংশগ্রহণে সিআইপি তালিকা তৈরি করা হয়। এ তালিকা থেকে অতিদরিদ্র, দরিদ্র, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও নারী প্রধান ৬০-৭০ পরিবারকে সুবিধাভোগী হিসেবে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত সুবিধাভোগীগণের সমন্বয়ে বিভিন্ন গ্রামীণ সংগঠন তৈরি করা হয়। তন্মধ্যে প্রত্যেক পরিবারের ১ জন করে প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি 'সাধারণ পরিষদ' গঠন করা হয়। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়নমূলক কাজ এবং বিকল্প আয়বর্ধক কাজের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য ১টি নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়, যা সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি বা

সিএফএমসি এবং রক্ষিত এলাকায় গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম নির্বাহী কমিটি বা ভিসিএফ-ইসি নামে পরিচিত। এ কমিটিকে সহায়তার জন্য ৫টি উপ-কমিটি রয়েছে। এগুলো হলো- (১) বন নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ কমিটি, (২) অর্থ ও হিসাব কমিটি, (৩) ক্রয় কমিটি, (৪) গ্রামীণ ঋণ ও সঞ্চয় কমিটি এবং (৫) সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি। বিট পর্যায়ে সকল এফসিভি ও ভিসিএফ- এর আওতায় গঠিত নির্বাহী কমিটির কাজ সমন্বয় করার জন্য একটি সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি বা সিএফএমসিসি গঠন করা হয়েছে। এভাবে প্রকল্পে নিয়োজিত ৭টি এনজিও এর সহায়তায় বন অধিদপ্তরের ১৫টি বন বিভাগে ৬১৫টি সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২৯৯টি সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এবং ৩,০৭৫টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কার্যক্রমে বন নির্ভর ৪১,০০০ পরিবারকে সুবিধাভোগী হিসেবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। উক্ত সুবিধাভোগীগণকে দক্ষতা উন্নয়ন ও বিভিন্ন বিষয়ে পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করত: জীবিকা উন্নয়ন তহবিল থেকে বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রমের জন্য প্রত্যেককে ৪২,০০০ টাকা করে প্রকল্পে মোট ১৭,২২০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। যার মধ্যে এ পর্যন্ত ১৬,২৬০.০০ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ টাকা নিয়ে সুবিধাভোগীগণ গাভী পালন, ছাগল পালন, শূকর পালন, হাঁস-মুরগী পালন, তাঁতশিল্প, হস্তশিল্প, সবজি চাষ, মধু চাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসাসহ বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। এ ধরণের বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচীর মাধ্যমে বন নির্ভর জনগোষ্ঠী নিজেদের দারিদ্রতা দূর করার পাশাপাশি একতাবদ্ধভাবে বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে কাজ করছেন। এছাড়া স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সমান অধিকার ও সুবিধা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৬১৫টি গ্রামীণ সংগঠনের দাপ্তরিক ও সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আসবাবপত্র সরবরাহ, অফিস ভাড়া বাবদ ২৪৯.২৯ লক্ষ টাকা, স্টেশনারি বাবদ ১৭২.৩০ লক্ষ টাকা, বুক কিপার ভাতা বাবদ ২৮৫.৩৩ লক্ষ টাকা, যোগাযোগের জন্য প্রত্যেক সংগঠনকে ২টি করে বাইসাইকেল সরবরাহ এবং বনাঞ্চলে টহল কাজে নিয়োজিত সুবিধাভোগীগণকে ভেস্ট ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সরবরাহসহ টহল ভাতা বাবদ ৩০৯০.৬৮ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

সংকটাপন্ন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণীর উপযুক্ত আবাসস্থল। স্বাধীনতা উত্তোর ১৯৭৩ সালে সরকার বাস্তুতন্ত্রে বন্যপ্রাণীর গুরুত্ব অনুধাবন করে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আদেশ, ১৯৭৩ জারি করে। তখন থেকেই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিরলসভাবে কাজ করছে বন অধিদপ্তর। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কার্যক্রমকে আরো বেগবান করতে ২০১২ সালে প্রণয়ন করা হয় যুগোপযোগী বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সাল থেকে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তর টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের মাধ্যমে রক্ষিত এলাকার উন্নয়নসহ বিভিন্ন সংকটাপন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কার্যক্রম শুরু করে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ১৯টি রক্ষিত এলাকায় ২,৫০০ হেক্টর বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়ন এবং ১,১৪০ হেক্টর করিডোর বনায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংকটাপন্ন ৮টি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে মানুষ-হাতি দ্বন্দ্ব নিরসনে চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ, চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগ, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ চট্টগ্রাম, কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগ,

কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ এবং ময়মনসিংহ বন বিভাগের আওতায় ৭২টি এলিফেন্ট রেসপন্স টিম (ইআরটি) গঠন করা হয়েছে। এ টিমের সদস্যগণ আপদকালীন পরিস্থিতিতে তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে মানুষ-হাতি দ্বন্দ্ব নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে। হাঙ্গর ও শাপলাপাতা প্রজাতির নন-ডেট্রিমেন্ট ফাইন্ডিং এবং বাংলাদেশের হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিপন্ন শিকারি পাখি ও পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাখিশুমারী এবং স্থানীয় জনসাধারণকে নিয়ে শিকারি পাখি সংরক্ষণ কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিপন্ন পাখি শকুন সংরক্ষণে গবেষণা, অসুস্থ শকুনকে চিকিৎসা ও সেবা দিয়ে প্রকৃতিতে অবমুক্তকরণ এবং আপদকালীন সময়ে খাবার সরবরাহ করা হয়। এছাড়া শুশুক, চামচঠুঁটো বাটান, ঘড়িয়ালসহ বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সুফল ইনোভেশন গ্রান্টের মাধ্যমে বন্যপ্রাণীবিষয়ক ১৬টি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধিতে রেডিও, টেলিভিশন ও পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার, ক্যাম্পেইন এবং পোস্টার, লিফলেট, বুকলেট বিতরণসহ বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। দেশব্যাপী স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ওয়াইল্ডলাইফ অলিম্পিয়াড ২০২৪ আয়োজন করা হয়েছে। এসব উদ্যোগ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে গণসচেতনতা বৃদ্ধিসহ বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে।

সুফল প্রকল্পের ইনোভেশন গ্রান্ট

বন অধিদপ্তর টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের আওতায় বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং বন নির্ভর মানুষকে কেন্দ্র করে সামগ্রিক পরিবেশগত উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন নতুন উদ্ভাবনী গবেষণায় সংশ্লিষ্টদের উৎসাহিত করতে সুফল ইনোভেশন গ্রান্ট বা এসআইজি প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে। এ ইনোভেশন গ্রান্ট প্রোগ্রাম বা ইনোভেশন উইন্ডোর আওতায় বন, বন্যপ্রাণী ও

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা, বাস্তুতন্ত্র, জলবায়ু পরিবর্তন, সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় থেকে প্রাপ্ত নতুন উদ্ভাবনী গবেষণা প্রস্তাবগুলো নির্বাচন করা হয়। এ ধরণের গবেষণা কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য বন অধিদপ্তর, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট গবেষক/ব্যক্তির মধ্যে বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করা। উদ্ভাবনী গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইনোভেশন গ্রান্ট প্রোগ্রামের জন্য সুফল প্রকল্পে ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অত্র ইনোভেশন গ্রান্ট প্রোগ্রামের আওতায় ৩টি পর্যায়ে প্রাপ্ত ২৭৬টি উদ্ভাবনী গবেষণা প্রস্তাব কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাই করে ৩৪টি প্রস্তাব গবেষণার জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৮টি, দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৪টি ও তৃতীয় পর্যায়ে ১২টি গবেষণা প্রস্তাবের জন্য আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছে। এ কার্যক্রমে সরকারি কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, বেসরকারি সংস্থা ও গবেষণায় আগ্রহী ব্যক্তিগণ নিযুক্ত হতে পেরেছেন। এক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। বৈজ্ঞানিক ও প্রায়োগিক এসব গবেষণার ফলাফল ভবিষ্যতে বাংলাদেশের বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রমকে বেগবান করার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)- এ দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন

বন অধিদপ্তরের টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের অর্থায়নে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএফআরআই) সহযোগিতায় নার্সারি স্থাপন, উন্নয়ন এবং গুরুত্বপূর্ণ বনজ বৃক্ষের চারা উত্তোলন, পরিচর্যা, বাগান সৃজন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ২ (দুই) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ড. মোঃ মাসুদুর রহমান, পরিচালক, বিএফআরআই উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোজাম্মেল হক শাহ চৌধুরী, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ, চট্টগ্রাম। সভাপতিত্ব করেন সুফল প্রকল্পের বিএফআরআইয়ের সমন্বয়কারী বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান। উক্ত কর্মশালায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএফআরআই-এর প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ইউনিট এর আহ্বায়ক এবং কাষ্ঠ কারিগরী ও প্রকৌশল বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা জনাব মোঃ আনিসুর রহমান।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বন বিভাগের ১৫ জন বনকর্মী এবং বেসরকারি নার্সারি মালিক ১৫ জন অর্থাৎ মোট ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিএফআরআই এর সুফল প্রকল্পের সমন্বয়ক ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প, প্রকল্পের উদ্দেশ্য, অভিজ্ঞতা যাচাই, প্রকল্পের বনায়ন ও নার্সারির ধরণ, কোথায় কি গাছ লাগাবেন ও মিশ্র বাগান সৃজনসহ বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। বিভাগীয় কর্মকর্তা জনাব নসরত বেগম নার্সারিতে চারা উত্তোলন ও ব্যবস্থাপনা; গবেষণা কর্মকর্তা জনাব আব্দুল্লাহ আল মাসুদ মজুমদার নার্সারি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা; গবেষণা কর্মকর্তা জনাব লায়লা আবেদা আক্তার বাগান সৃজন ও ব্যবস্থাপনা এবং প্রচলিত অঙ্গজ প্রজনন পদ্ধতিতে চারা উত্তোলন ও নার্সারি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জনাব জহিরুল ইসলাম গবেষণা কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী

প্রশিক্ষণার্থীগণকে উপরোক্ত বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনার পর হাতে-কলমে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র প্রদান করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সনদপত্র প্রদান করেন বিএফআরআই-এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. রফিকুল হায়দার এবং সুফল প্রকল্পের বিএফআরআইয়ের সমন্বয়কারী ও অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান। প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন বিএফআরআই-এর পাবলিসিটি অফিসার জনাব এয়াকুব আলী।

২য় জাতীয় বন জরিপের উদ্বোধন

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী এম.পি ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ২য় জাতীয় বন জরিপ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। এ কার্যক্রমটি বন অধিদপ্তরের টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের অর্থায়নে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত

অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, সঠিক বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বনজ সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য দ্বিতীয়বারের মতো জাতীয় বন জরিপ করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, বন জরিপ দেশের ন্যাশনাল ফরেস্ট মনিটরিং সিস্টেম প্রতিষ্ঠার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ জরিপ কার্বন ইনভেন্টরি এর প্রাথমিক তথ্যের উৎস হবে। কাঠের পরিমাপ করা ছাড়াও বন জরিপ কার্যক্রমে অকাঁষ্ঠল বনজ দ্রব্য, মাটির কার্বন এবং আর্থ সামাজিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা হবে। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক জনাব মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সুফল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও উপ প্রধান বন সংরক্ষক জনাব গোবিন্দ রায়। প্রধান বন সংরক্ষক বলেন, এ জরিপের মাধ্যমে দেশের কোন এলাকায় কি পরিমাণ বন ও বনজ সম্পদ আছে তা জানা যাবে। সারাদেশে ৫টি জোনে মোট ১,৮৫৮টি প্লটে ভাগ করে ২য় জাতীয় বন জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস ২০২৪ উদযাপন

'মানুষ ও ধরিত্রির বন্ধন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে ডিজিটাল উদ্ভাবন' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বন ভবন আগারগাঁওয়ের হৈমন্তি মিলনায়তনে ৬ মার্চ বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস ২০২৪ উদযাপন করা হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একই

মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ ও অতিরিক্ত সচিব জনাব ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মোস্তফা ফিরোজ, উপ-উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়াইল্ডটিমের প্রধান নির্বাহী ড. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম এবং জনাব মুকিত মজুমদার বাবু, চেয়ারম্যান, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে নানা প্রতিকূলতা ও চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও বন, বন্যপ্রাণী এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল। পরবর্তীতে উক্ত আদেশকে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধিত) আইন, ১৯৭৪ এ রূপান্তর করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধিত) আইন, ১৯৭৪ কে রহিত করে নতুন বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ জারি করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য অতিথিবৃন্দ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উপর দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রধান বন সংরক্ষক জনাব মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী বলেন, আমরা সবাই আজ থেকেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হব যেন আমাদের মাধ্যমে আর কোন বন্যপ্রাণীর অনিষ্ট সাধন না হয়।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ওয়াইল্ডলাইফ অলিম্পিয়াড

'আজকের তারুণ্য, বাঁচাবে অরণ্য' স্লোগান সামনে রেখে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধিতে বন অধিদপ্তরের আওতাধীন সুফল প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো আয়োজন করা হচ্ছে 'ওয়াইল্ডলাইফ অলিম্পিয়াড ২০২৪'। দেশের ৬৪ জেলায় চলবে এ আয়োজন। এ লক্ষ্যে ৭ মার্চ সচিবালয়ে 'ওয়াইল্ডলাইফ অলিম্পিয়াড ২০২৪' বিষয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন

মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, এই অলিম্পিয়াড সরকারি পর্যায়ের সবচেয়ে বড় অলিম্পিয়াড। তিনি জানান, সারাদেশে স্কুল, কলেজ ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ২টি ক্যাটাগরিতে- ১) নবম থেকে দশম শ্রেণী এবং ২) একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এ অলিম্পিয়াডে অংশ নিতে পারবে। অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধন করতে হবে। ৭ মার্চ থেকে শুরু হয়ে আগামী ২৫ মে পর্যন্ত অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধন চলবে। মূলত দুটি পর্যায়ে ওয়াইল্ডলাইফ অলিম্পিয়াড আয়োজিত হবে। প্রথমে নিবন্ধিত শিক্ষার্থীরা জেলা পর্যায়ের অলিম্পিয়াডে অংশ নেবে। জেলা পর্যায়ের অলিম্পিয়াডে প্রতি ক্যাটাগরি থেকে ৩ জন করে শিক্ষার্থীকে বিজয়ী নির্বাচন করা হবে। বিজয়ীদের নিয়ে ঢাকায় আয়োজিত হবে জাতীয় অলিম্পিয়াড। দুই ক্যাটাগরিতে মোট ৩৮৪ জন শিক্ষার্থীকে জাতীয় অলিম্পিয়াডের জন্য নির্বাচন করা হবে। ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পাবে যথাক্রমে ৫০,০০০, ৩০,০০০ ও ২০,০০০ টাকার পুরস্কার। এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক জনাব মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী এবং সুফল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও উপ প্রধান বন সংরক্ষক জনাব গোবিন্দ রায়।

আন্তর্জাতিক বন দিবস ২০২৪ উদযাপন

২০১২ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের এক সভায় বন ও বনভূমির নিরাপত্তার স্বার্থে ২১ মার্চকে আন্তর্জাতিক বন দিবস ঘোষণা করা হয়। তখন থেকেই বিশ্বব্যাপী ২১ মার্চকে আন্তর্জাতিক বন দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। বন অধিদপ্তর সুফল প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় এ বছর ঢাকার আগারগাঁওয়ে অবস্থিত বন ভবনের হৈমন্তি মিলনায়তনে ২১ মার্চ আন্তর্জাতিক বন দিবস পালন করে। এবারের প্রতিপাদ্য 'উদ্ভাবনায় বন, সম্ভাবনায় বন'। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উক্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ ও অতিরিক্ত সচিব জনাব ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন। আরো ছিলেন উপ প্রধান বন সংরক্ষক ও সুফল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক

জনাব গোবিন্দ রায় এবং ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, বনকে সম্পদ হিসেবে দেখতে হবে। বনের ভেতর দিয়ে রাস্তা বা অন্য কোনো অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না। তিনি আরো বলেন, বন বিষয়ক গবেষণা বাড়াতে হবে। বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সবাই মিলে কাজ করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর বাংলাদেশ উপহার দিতে পারবো। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ বলেন, যত চ্যালেঞ্জই আসুক না কেন বন রক্ষার জন্য সবাইকে উদ্ভাবনী হতে হবে। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক জনাব মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী।

যোগাযোগ ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম

টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের আওতায় প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে যোগাযোগ ও প্রচারণামূলক বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। বনায়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ওপর ৩টি টিভিসি (টিভি বিজ্ঞাপন) নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত ৩টি বিজ্ঞাপনের মধ্যে 'হাতি-মানুষ দ্বন্দ্ব নিরসন' টিভিসিতে অভিনয় করেছেন জনপ্রিয় অভিনেতা ফজলুর রহমান বাবু, 'বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন' টিভিসিতে অভিনয় করেছেন জনপ্রিয় চিত্রনায়ক রিয়াজ আহমেদ এবং 'বিকল্প জীবিকা' টিভিসিতে অভিনয় করেছেন স্বনামধন্য অভিনেত্রী গোলাম ফরিদা ছন্দা।

ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ চ্যানেল আই, সময় টিভি, চ্যানেল ২৪, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি, যমুনা টিভি, নিউজ২৪ প্রভৃতি টেলিভিশনে এসব বিজ্ঞাপনের ২৪০টি স্পট প্রচার করা হয়েছে। এছাড়া ৩টি রেডিও বিজ্ঞাপন তৈরি করা হয়েছে। উক্ত রেডিও বিজ্ঞাপন সমূহের ২৪০টি স্পট বাংলাদেশ বেতারসহ রেডিও ভূমি, রেডিও টুডে, ঢাকা এফএম, রেডিও স্বাধীন ও পিপলস রেডিওতে প্রচার করা হয়েছে। স্থানীয় বন নির্ভর জনগোষ্ঠীকে সচেতন করতে ১০টি কমিউনিটি রেডিও প্রোগ্রাম তৈরি ও প্রচার করা হয়। দেশের জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত শিল্পী মমতাজ বেগমের গাওয়া একটি সচেতনতামূলক লোকজ গানের ভিডিওচিত্র প্রচার করা হয়। বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সর্বসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে এ লোকজ গান স্কুল ক্যাম্পেইন, কমিউনিটি ক্যাম্পেইন ও পথসভায় পরিবেশন করা হয়। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের পাহাড়ি বন, সমতলভূমির শালবন ও উপকূলীয় এলাকার বন সংলগ্ন গ্রামের বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর সাথে ২৬টি কমিউনিটি ক্যাম্পেইন, বন সংলগ্ন হাট-বাজারে ৫২টি পথসভা এবং ২৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কুল ক্যাম্পেইন করা হয়। এছাড়া দেশের বিভিন্ন জায়গায় আন্তর্জাতিক বন দিবস, বন্যপ্রাণী দিবস, আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবস, বিশ্ব বাঘ দিবস, বিশ্ব হাতি দিবস, পরিযায়ী পাখি দিবস উদযাপন করা হয়। এসব নানাবিধ প্রচারণামূলক কার্যক্রমের কারণে দেশের সাধারণ মানুষ বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সচেতন হতে পারছে।

জাতীয় বনজ সম্পদ জরিপে নিয়োজিত মাঠ কর্মীদের প্রশিক্ষণ

বন অধিদপ্তরের টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের আওতায় ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে গাজীপুরের শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টারে জাতীয় বনজ সম্পদ জরিপের সাথে সম্পৃক্ত বনকর্মীদের জন্য ৭ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বনজ সম্পদ জরিপের জন্য মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের পূর্বে বন কর্মীদের একটি চৌকস দলকে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করা হয়। বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বন জরিপের আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। সম্পূর্ণ জরিপ পদ্ধতি দুটি ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে: বায়োফিজিক্যাল এবং আর্থ-সামাজিক জরিপ। এ প্রশিক্ষণ বনের বায়োফিজিক্যাল উপাদানগুলির

সাথে সম্পৃক্ত। মাঠ কর্মীরা পরিমাপ কৌশল কাজে লাগিয়ে সরঞ্জাম ব্যবহার করতে শিখবে এবং বৈজ্ঞানিকভাবে বায়োফিজিক্যাল ইউনিটগুলো মূল্যায়ন করবে। আধুনিক এবং উন্নত কৌশল সমৃদ্ধ পেপারলেস টুলস ব্যবহার করে তারা মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা শিখবে। বাংলাদেশই হবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম দেশ যারা জাতীয় পর্যায়ে বনজসম্পদ জরিপে এসব উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। এ প্রশিক্ষণের প্রথম দিনে উপস্থিত ছিলেন সুফল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং উপ প্রধান বন সংরক্ষক জনাব গোবিন্দ রায়, FAO Bangladesh এর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ (টিম লিডার, ইএফসিসি টিম) ড. ডিকি সিমোরাংকির এবং বন বিভাগের উপ প্রধান বন সংরক্ষক (সামাজিক বনায়ন উইং) জনাব মোঃ মঈনুদ্দিন খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টারের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ সোবেদার ইসলাম। ড. ডিকি সিমোরাংকির, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ, FAO Bangladesh বলেন, নির্ভূল বন জরিপ করার জন্য প্রয়োজন সর্বোত্তম প্রযুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এ লক্ষ্যে FAO উন্নত প্রযুক্তি, তাদের জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সুফল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব গোবিন্দ রায় বলেন, বনজ সম্পদের টেকসই ব্যবহার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণে বনজসম্পদের মূল্যায়ন ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিতভাবে বন জরিপ করা প্রয়োজন। উপ-প্রধান বন সংরক্ষক জনাব মোঃ মঈনুদ্দিন খান বলেন, দেশের বন ব্যবস্থাপনায় তথ্য-সমৃদ্ধ বন পরিবীক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করতে এবং এর টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে একসাথে কাজ করা উচিত।

বিপন্ন ডলফিন সংরক্ষণে সুফল প্রকল্প

জলজ প্রতিবেশের অন্যতম স্তন্যপায়ী প্রাণী হলো ডলফিন। বাংলাদেশে বেশ কিছু প্রজাতির ডলফিন বা শুশুক দেখা যায়। এদেশের অভ্যন্তরীণ বড় বড় নদী, মোহনা, সমুদ্র উপকূল, সুন্দরবন এলাকা এবং বঙ্গোপসাগরের সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড অঞ্চলে বিভিন্ন প্রজাতির ডলফিন বিচরণ করে। লোকমুখে মাছ হিসেবে পরিচিত হলেও ডলফিন মূলত স্তন্যপায়ী প্রাণী। ডাঙার স্তন্যপায়ী প্রাণীদের থেকে এরা দেখতে একেবারেই ভিন্ন। পানিতে থাকার জন্য এদের দেহ বিশেষভাবে অভিযোজিত হয়েছে। শরীরের আকার, নাক, চোখ, লেজ সবই পানিতে বসবাসের উপযোগী হয়েছে। পথ চলা ও নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষায় এরা শব্দের প্রতিধ্বনি ব্যবহার করে। অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর মত এরা বাচ্চা প্রসব করে এবং বাচ্চা মায়ের দুধ পান করে বড় হয়। বাচ্চাগুলো বড় হওয়া পর্যন্ত মায়ের সাথেই থাকে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি পরিচিত এবং একমাত্র মিঠাপানির ডলফিন

হলো গাঙ্গেয় ডলফিন বা শুশুক। তবে এরা অল্প লোনাপানিতেও থাকে। এরা শিশু বা শিশু মাছ নামেও কোন কোন এলাকায় পরিচিত। ধূসর রংয়ের এই প্রাণীটি বাংলাদেশের প্রায় সব বড় নদী এবং সুন্দরবনের নদীগুলোতে কম বেশী পাওয়া যায়। এদের মাথা ছোট ও শরীর বেশ নরম। এদের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হলো লম্বা ঠোঁট। ছোট ছোট চোখ দুটি ঠোঁটের উপরে অবস্থিত হলেও এটা দিয়ে খুব একটা ভাল দেখতে পায় না। এরা একাকী, জোড়ায় জোড়ায় বা দল বেঁধে থাকে এবং এদেরকে মাঝে মাঝে লাফ দিয়ে পানির উপরে উঠতে দেখা যায়। এক সময় এদেরকে প্রচুর সংখ্যায় দেখা গেলেও বর্তমানে এদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। সুন্দরবনে এদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়। তবে সুন্দরবনেও এরা ভাল অবস্থায় নেই, বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে ডলফিন। অনিয়ন্ত্রিত জলযানের কারণে এরা বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। জলদূষণ ও নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় আবাসস্থলের অভাবে এদের জীবনপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া মাছ ধরার জালে আটকে শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত সমস্যায় মাঝে মাঝে মারা পড়ছে। কখনো বিষ দিয়ে মাছ ধরার কারণেও মারা পড়ছে। সেই সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের বৈরি প্রভাবতো রয়েছেই। এতো সব প্রতিকূলতার মাঝেও টিকে আছে ডলফিন। এদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি পানির গুনগত মান পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। জলজ দূষণ রোধ ও খাদ্যশৃঙ্খলেও এরা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে।

এজন্য ডলফিন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে সুন্দরবনে ৩টি ডলফিন অভয়ারণ্য ঘোষণা করে। পরবর্তীতে আরো ৬টি ডলফিন অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়। বন অধিদপ্তর সুফল প্রকল্পের অর্থায়নে ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি বাংলাদেশের সহযোগিতায় ডলফিন কনজারভেশন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করছে। এ প্রোগ্রামের আওতায় পদ্মা, মেঘনা, যমুনাসহ বাংলাদেশের ছোট বড় নদীগুলোতে মাসব্যাপী ডলফিন জরিপ করা হয়। এ জরিপ কার্যক্রমে ১৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি টিম অংশগ্রহণ করে এবং প্রায় ১৬০০ লিনিয়ার কিলোমিটার পথ ভ্রমণ করে ডলফিন জরিপ করে। এ কার্যক্রমে স্থানীয় স্কুল শিক্ষার্থীদের নিয়ে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। চিত্রাংকনের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয় ডলফিনের অবস্থা। এছাড়া ডলফিন দিবস উদযাপনের মধ্য দিয়ে ডলফিনের গুরুত্ব, হুমকি ও সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে সর্বস্তরের জনগণকে অবহিত করা হয়। এতে সাধারণ মানুষ ডলফিন সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। এছাড়া ডলফিন হত্যা, ক্রয়-বিক্রয় করলে কারাদন্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয় দন্ডের আইনি বিধানটি সকলকে অবহিত করা হচ্ছে।

মহাবিপন্ন সরীসৃপ ঘড়িয়াল সংরক্ষণ প্রোগ্রাম

জলচর সরীসৃপ প্রাণী ঘড়িয়াল। এরা দেখতে অনেকটা কুমিরের মতো হলেও আচরণে নিরীহ স্বভাবের। মাছ খেয়ে বেঁচে থাকে বলে ঘড়িয়াল কোথাও

কোথাও মেছো কুমির নামে পরিচিত। পুরুষ ঘড়িয়ালের ওপরের চোয়ালে, নাকের ঠিক ওপরে একটি গোলাকার পিন্ড বা ঘট থাকে। এজন্য অনেকের কাছে ঘট কুমির হিসেবে পরিচিত। আবার কোনো কোনো এলাকায় বাইশাল নামেও পরিচিত। একটি ঘড়িয়াল সর্বোচ্চ ৬ মিটার লম্বা এবং ওজনে ১৬০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। সাধারণত পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ঘড়িয়াল ৩-৬ মিটার লম্বা এবং স্ত্রী ২.৬-৪.৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। বয়স্ক ঘড়িয়াল কালচে ধূসর, বাচ্চার রঙ উজ্জল হয়ে থাকে। মার্চ-এপ্রিল মাস এদের প্রজননকাল। এ সময় স্ত্রী ঘড়িয়াল নদীর বালিয়াড়িতে ডিম পাড়ে ও বালি দিয়ে ঢেকে রাখে। একটি স্ত্রী ঘড়িয়াল একসাথে ২০-৯০টি ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে সময় লাগে ৭১-৯৩ দিন। এক সময় বাংলাদেশসহ এশিয়ার নদ-নদীতে প্রচুর ঘড়িয়াল দেখা যেত। নদী ভরাট, নদীর নাব্যতা হ্রাস, দূষণ ও মানুষের নানাবিধ বিরুপ কর্মকান্ডে এই প্রাণীটি বর্তমানে মহাবিপন্নের তালিকায় স্থান পেয়েছে। টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের মাধ্যমে

বন অধিদপ্তর ও আইইউসিএন বাংলাদেশ ঘড়িয়াল কনজারভেশন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করছে। এ প্রোগ্রামের আওতায় বাংলাদেশের পদ্মা, যমুনা ও এর শাখা নদীগুলোতে ঘড়িয়াল জরিপের কাজ সম্পন্ন করা হয়। উক্ত জরিপে উঠে আসে বাংলাদেশের কোন এলাকা ঘড়িয়ালের বিচরণের জন্য নিরাপদ। এ জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ঘড়িয়ালের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে ঘড়িয়াল অভয়ারণ্য ঘোষণার পদক্ষেপ নেয়া হবে। ঘড়িয়াল সংরক্ষণের জন্য ঘড়িয়াল কনজারভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। এ টিমের সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে যেন তারা সঠিকভাবে ঘড়িয়ালের আবাসস্থল শনাক্তকরণ, বিপদগ্রস্ত ঘড়িয়াল উদ্ধার ও প্রকৃতিতে অবমুক্ত করতে পারে। এ প্রোগ্রামের আওতায় একটি ঘড়িয়াল প্রজননকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য মাষ্টার প্ল্যান করা হচ্ছে। এছাড়া ঘড়িয়াল সংরক্ষণে স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন ধরণের সভা, সেমিনার আয়োজন করা হয়।

মহাবিপন্ন পাখি চামচঠুঁটো বাটান সংরক্ষণে সুফল প্রকল্প

পৃথিবীর মহাবিপন্ন পাখি চামচঠুঁটো বাটান। এ পাখির বিচরণের জন্য বাংলাদেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শীতকালে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় পরিযায়ন করে আসে এ পাখিটি। এসব পাখি রাশিয়ার সাইবেরিয়া থেকে আসে। সাইবেরিয়া চামচঠুঁটো বাটান পাখির প্রজননভূমি। শীতকালে প্রচন্ড ঠান্ডায় যখন সাইবেরিয়াতে খাদ্যের অভাব দেখা দেয় এবং আবাসস্থল অনিরাপদ হয়ে ওঠে তখন এরা বাংলাদেশে আসে। বাংলাদেশে আসতে এবং সাইবেরিয়ায় ফেরত যেতে এ পাখিটিকে প্রায় ২০ হাজার কিলোমিটার পথ উড়তে হয়। আসা ও যাওয়ার পথে এরা বেশ কয়েকটি দেশের উপকূলীয় এলাকায় যাত্রা বিরতি দেয়। বাংলাদেশে এরা আসে মূলত খাদ্য ও নিরাপদ আবাসস্থলের জন্য। বাংলাদেশের ভোলা ও নোয়াখালী জেলার

কাঁদাচর এবং সোনাদিয়া দ্বীপ এদের বিচরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এসব জায়গা দিন দিন অনিরাপদ হয়ে উঠছে। কাঁদাচরের পরিমাণ কমে যাওয়ায় এ পাখির বিচরণের জায়গা কমে যাচ্ছে। পাখি শিকার করার কারণেও এ পাখিটি হুমকির মধ্যে রয়েছে। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে এ পাখির সংখ্যা ছিল ২০০০-২৮০০ জোড়া। ২০০০ সালে কমে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১০০০ জোড়ায়। বর্তমানে এ পাখির সংখ্যা ১২০-২০০ জোড়া। ধারণা করা হয়, শীতকালে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ৫০-৭০টি পাখি বিচরণ করে। এজন্য বন অধিদপ্তর চামচঠুঁটো বাটান পাখি সংরক্ষণের জন্য সুফল প্রকল্পের অর্থায়নে ইকিউএমএস কনসালটিং লিমিটেডের সহযোগিতায় বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ কার্যক্রমের আওতায় চামচঠুঁটো বাটান পাখির আবাসস্থল শনাক্তকরণ, ম্যাপ তৈরি ও হুমকি চিহ্নিত করা হচ্ছে। এ পাখির বিস্তৃতি জানতে মেঘনা নদীর মোহনায় জরিপ করা হয়। চামচঠুঁটো বাটান পাখির আবাসস্থল নিরাপদ করতে ভবিষ্যতে কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন তার সঠিক পরিকল্পনা করা হবে। স্থানীয় জনগণকে এ পাখি সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন ধরণের জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া চামচঠুঁটো বাটান পাখি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ৫ বছর মেয়াদী ন্যাশনাল স্পিসিস কনজারভেশন এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

কমিউনিটি পর্যায়ে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ

টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প বন অধিদপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প। এ প্রকল্প বাংলাদেশের পাহাড়ি বন, সমতল ভূমি শালবন ও উপকূলীয় এলাকায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা, প্রতিবেশ পরিষেবার উন্নয়ন, বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয়বর্ধকমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে বনের উপর নির্ভরতা হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় জনগণের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রমে সুফল প্রকল্পের দলিলে উল্লেখিত পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। কমিউনিটি পর্যায়ে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়ে প্রকল্পে নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Environment, Agriculture and Development Service Ltd. (EADS), Padakhep Manabik Unnayan Kendra, Management and Training International Ltd. (MTI) এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এ প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়গুলো সম্পর্কে স্থানীয় বন নির্ভর সুবিধাভোগীগণকে ধারণা প্রদান ও সচেতন করা এবং তারা নিজেরা যেন তা প্রকল্পের কার্যক্রমে সহজেই অনুশীলন করতে পারে। এছাড়া সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা ও তাদের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুফল প্রকল্পের ৬১৫টি বন সংরক্ষণ গ্রাম ও গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম এর ৮০০ জন সুবিধাভোগীকে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষক

প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুবিধাভোগীগণ কমিউনিটির অন্যান্য সদস্যগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে অবহিত করবেন।

বন বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণে অবকাঠামো উন্নয়ন

টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের অর্থায়নে বন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণের জন্য বন অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে একটি সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে পূর্ব পরিকল্পনা, নকশা এবং ব্যয়ের প্রাক্কলন অনুসরণ করে ৯৩টি ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এসব ভবনের মধ্যে রয়েছে প্রধান বন সংরক্ষকের বাস ভবন, বন অধিদপ্তরের আগারগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয়ের উর্ধ্বমুখী সম্পসারণ, মহাখালীস্থ বন ভবনের সংস্কার, ৪টি বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়, ২টি বিভাগীয় বন কর্মকর্তার বাস ভবন, অফিসার্স ডরমেটরি ২টি, ১১টি রেঞ্জ অফিস, ৩টি এসএনএফটিসি, ১৮টি বিট অফিস, ক্যাম্প অফিস ১০টি, এসএনএফটিসি নার্সারি সেড ৩টি, এসএনএফটিসি গ্রীন হাউস ৩টি, এসএনএফটিসি স্টাফ ডরমেটরি ৩টি, স্টাফ ব্যারাক ৩১টি। ইতোমধ্যে ১১টি ভবন মাঠ পর্যায়ে বন বিভাগের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ১৪টি ভবন হস্তান্তরের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া ২৪টি ভবনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

সুফল প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ

বন অধিদপ্তরের টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং প্রকল্পের সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত সুবিধাভোগীদের জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বন অধিদপ্তরসহ অন্যান্য অধিদপ্তর/সংস্থার মোট ৩৬০৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে ৩৩৫১ জন পুরুষ ও ২৫৪ জন মহিলা। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের মধ্যে রয়েছে- একাউন্টস, আইবাস++, প্রকিউপরমেন্ট, ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়েল, প্রটেক্টেড এরিয়া ম্যানেজমেন্ট, ইকোসিস্টেম ম্যানেজমেন্ট, ইকোসিস্টেম সার্ভিস ডেলিভারী, ওয়াইল্ডলাইফ ম্যানেজমেন্ট, কোলাবোরেটিভ ফরেস্ট

ম্যানেজমেন্ট, সাইট স্পেসিফিক প্লানিং, সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট, ব্লু-ইকোনমি, ক্লাইমেট চেঞ্জ, কমিউনিকেশন, ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট, নার্সারি এন্ড প্লান্টেশন, অফিস ম্যানেজমেন্ট, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, সেইফ গাডস এন্ড জেন্ডার, স্মার্ট পেট্রোলিং, সফ্‌ট স্কিল, কমিউনিটি অপারেশন ম্যানুয়েল ও ক্রিমিনোলজি।

এছাড়া বন অধিদপ্তরে নব নিযুক্ত ৩৪ জন সহকারী বন সংরক্ষকদের জন্য ২ মাসের ওরিয়েন্টেশান ট্রেনিং কোর্স, ৩২ জন ফরেস্ট রেঞ্জারের জন্য ২ মাসের বেসিক ফরেস্ট্রি কোর্স, ২৫ জন ফরেস্ট রেঞ্জার ও ফরেস্টারদের জন্য ২১ দিনের বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা এবং ৬৪৮ জনের জন্য বিভিন্ন বিষয়ক স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে। যার মধ্যে রয়েছে বেসিক ফরেস্ট্রি, অফিস ব্যবস্থাপনা, কার্বন ট্রেডিং, ভূমি জরিপ, ডাটাবেইজ ম্যানেজমেন্ট, জিআইএস, কিউজিআইএস, ইআইএ, আইসিটি ইত্যাদি।

উপরোক্ত প্রশিক্ষণসমূহের অধিকাংশ বন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ফরেস্ট একাডেমি চট্টগ্রাম, শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার গাজীপুর, ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট রাজশাহী, ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট সিলেটের মাধ্যমে আয়োজন করা হয়। এছাড়া কতিপয় প্রশিক্ষণ কোর্সের বিশেষত্ব অনুযায়ী বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট, আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঢাকা, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় ৭জন কর্মকর্তা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে সফলতার সাথে মাস্টার্স কোর্স সম্পন্ন করেন।

মাঠ পর্যায়ের বন বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত মোট ১১৯৪৫ জন সুবিধাভোগীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যার মধ্যে দক্ষতা উন্নয়ন ১০০৪৫ জন ও হ্যান্ডস অন ট্রেইনিং থ্রো লোকাল এক্সপোজার ভিজিট ১১০০ জন। এছাড়া চলতি বছরে বিভিন্ন বিষয়ে মোট ১৬০৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, যার মধ্যে রয়েছে দক্ষতা উন্নয়ন ১০২৫ জন, সোশ্যাল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল ট্রেনিং (টিওটি) ফর কমিউনিটি এন্ড ফ্রন্ট লাইন স্টাফ অফ ফরেস্ট্রি ৪৩০ জন এবং হ্যান্ডস অন ট্রেইনিং থ্রো লোকাল এক্সপোজার ভিজিট ১৫০ জন।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট চট্টগ্রামের মাধ্যমে ২০০০ জন বেসরকারি নার্সারি মালিক ও ১০০০ জন করাতকল মালিককে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত ৭টি এনজিও এর মাধ্যমে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত ৪১০০০ জন সুবিধাভোগীকে বিকল্প আয়বর্ধক কাজের জন্য বিভিন্ন পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও ২৬৭৮৫ জনকে সাংগঠনিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

SUFAL

যোগাযোগ:
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট
৫ম তলা, বন ভবন, আগারগাঁও,
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭।
ফোন: ০২-৫৫০০৬৭৮৬;
হটলাইন: ০১৯৯৯০০০১১৪